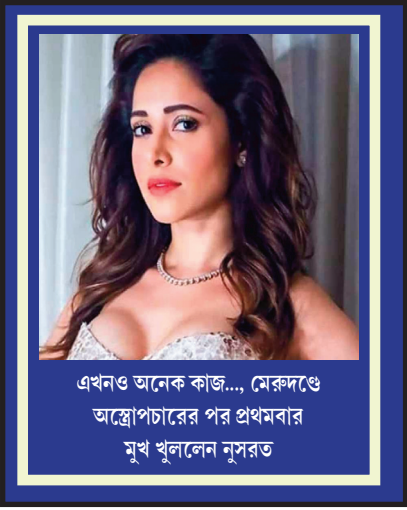




বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২২ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ১০ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০৬ সংখ্যা ৮পাতা

পুলিশকে সবাই ঘেঁষা করে' ফ্রান্সে শিক্ষার্থীদের উপরে বলপ্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে



রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা, পরমাণু-হুমকি ফুৎকারে উড়িয়ে দিল নয়াদিল্লি!



আদালতের নির্দেশ অমান্য করে শুদ্ধ দিল্লি! ককরোচ কাণ্ডে রবিতে জরুরি ভিত্তিতে বসছে সুপ্রিম কোর্ট



ড্রোন-টাকের বাদ্যিতে ইডেনে দুর্গাপূজোর বোধন

রেড রোডের শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানাঃ পিতৃপক্ষে নয়, শাস্ত্র মেনে দেবীপক্ষেই রাজ্যে দুর্গাপূজোর সূচনা হল মহালয়ার পূর্ণ্য লগ্নে, শনিবার ইডেন গার্ডেনে সরকারি ভাবে দুর্গাপূজোর বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রেড রোড থেকে ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। পথে ছিল বাংলার লোকসংস্কৃতি, নাচ-গান এবং একাধিক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। গঙ্গার ঘাটগুলিতে তপস্বীর আবহের মাঝেই ইডেনের মঞ্চ থেকে পূজোর পবিত্রতা এবং সনাতনী পরম্পরা বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল আরএন রবি অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ,



গৌড়ীয় মঠ এবং ইসকনের সম্মানার্থে। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে ইডেন গার্ডেনে তিন হাজার চাকির বাদি, শঙ্খধ্বনি এবং প্রায় তিন হাজার ড্রোনের বিশেষ প্রদর্শনীতে দেবী দুর্গার আগমন তুলে ধরা হয় শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পা মেলায় বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াবিদ এবং পদ্ম সন্মান প্রাপকেরা মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বার থেকে পূজো হবে সম্পূর্ণ পঞ্জিকা ও শাস্ত্র

মেনে। ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপোস করা হবেনা রাজ্য সরকারের তরফে পূজো কমিটিগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আবেদনকারী ক্লাবগুলি আগামিকাল থেকেই সেই টাকা পেতে শুরু করবে। তবে শহরের বড় পূজো কমিটিগুলি এই অনুদান নিতে অস্বীকার করেছে বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়,

আপনারা শুনে খুশি হবেন রাজ্যের অনেক পূজো কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেছেন যে, এই অর্থ গ্রামীণ পূজো কমিটিকে, ক্লাবগুলিকে দিন, মহিলা পূজো কমিটি ক্লাবগুলিকে দিন, আমরা এই অর্থ নেব না, আপনারা অন্যভাবে করুন। পাশাপাশি, পূজো মণ্ডপের বিদ্যুৎ বিল ও দমকলের অনুমোদনের ফি মকুবের বিষয়টিও এদিন মনে করিয়ে দেন তিনি। এবারের পূজো শুধু ইডেন গার্ডেনের ৪০ হাজার দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা রাজ্যে দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর এবং দিঘায় মহাসপ্তমী পর্যন্ত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পূজো করার অনুমতি পেতে এ বছর কাউকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়নি। আগামী বছরের জন্য ১২ হাজার ৪০০ টি নতুন দুর্গাপূজোকে অনুমোদন দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

যন্তরমন্তরে আটকের সংখ্যা ছাড়াল তিন হাজার



নয়া জামানাঃ রণক্ষেত্র রাজধানী। অভিনেতা থেকে রাজনৈতিক নেতারা। কাউকে ছাড় নয়। একেবারে মাছি গলার উপায় নেই। আগেই আটক করা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির তিন মাথাকে। অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাস্কাদের দিল্লিতে বিমান অবতরণ করতই তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। আইসা নেত্রী নেহা বোরাকেও আটক করা হয়েছে। এছাড়াও আটক করা হয়েছে দেশের ৪ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের। জমায়তে দেখলেই চলে ধরপাকড়। বন্ধ করে দেওয়া হয় মেট্রো-ট্রেন পরিষেবা। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে প্রায় ৩০০০ ছাড়িয়েছে আটকের সংখ্যা। বিজেপির জাতীয় মুখ পাত্র ও সাংসদ সন্দিপ পাট্র সিজেপির আজকের কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে বলেন ফ্রপ শো। শুধু নেতা-মন্ত্রীদেরই নয়। ইনফ্লুয়েন্সার থেকে সাংবাদিকদেরও ছেড়ে কথা বলেনি দিল্লি পুলিশ। সকালেই ধ্রুব রাঠিকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করা হয়। দিল্লির পাশাপাশি মুম্বাইতেও এদিন সিজেপির ডাকে আন্দোলনে নামে নাগরিক সমাজ। সূত্রের খবর, মুম্বাই থেকে আটক করা হয়েছে প্রায় ২০০ বিক্ষোভকারীকে। এছাড়াও সেখানের কর্মসূচিতে शामिल হয়েছিলেন অভিনেতা ইমরান খান। তাঁকেও এদিন আটক করা হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চান রাষ্ট্র গাঙ্গীরা। আপনারা দের পরিকল্পনা কোনোদিনও সফল হবে না।

ডব্লিউবিএইচএস থাকলে ছাড়তে হবে স্বাস্থ্য সাথী- আয়ুস্মানও, ডেডলাইন নবান্নের

নয়া জামানাঃ আয়ুস্মান ভারত কার্ড ব্যবহার নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম বা ডব্লিউবিএইচএস) আওতায় থাকা সরকারি কর্মী, পেনশনভোগী এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীলরা ওই প্রকল্পের সুবিধাই শুধু পাবেন। স্বাস্থ্য সাথী বা আয়ুস্মান ভারত-এর সুবিধা তাঁদের জন্য নয়। এই কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাজ্য অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেল এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, সরকারের নজরে এসেছে, ডব্লিউবিএইচএসের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অল ইন্ডিয়া সার্ভিস-এর কর্মী-সহ কিছু সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী নিজেদের এবং সুবিধাভোগীদের জন্য স্বাস্থ্য সাথী ও আয়ুস্মান ভারত কার্ড রেখেছেন। নির্দেশে বলা হয়েছে, এমন কার্ড যাঁদের কাছে রয়েছে সমস্ত কর্মচারী, পেনশনভোগী (এআইএস বা এআইএস আধিকারিক-সহ) এবং তাঁদের তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগী তাঁদের অবিলম্বে তা জমা দিতে হবে। কার্ড সমর্পণের প্রমাণপত্র-সহ নির্ধারিত ঘোষণাপত্রও জমা করতে হবে। কর্মীরা তা জমা দেবেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানের কাছে। পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে যেখানে ডব্লিউবিএইচএসের ফর্ম জমা নেওয়া হয়, সেখানেই তা জমা দিতে হবে গোটা প্রক্রিয়া ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ না মানলে ডব্লিউবিএইচএসের চিকিৎসা-সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হবে।

যন্তর মন্তরে প্রতিবাদে মমতা-সহ আটক চার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

ডর আচ্ছা হয় খোঁচা কংগ্রেসের

নয়া জামানাঃ প্রায় চোদ্দো বছর পর অভূতপূর্ব প্রতিবাদ এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুলিশি ক্র্যাকডাউন দেখল নয়াদিল্লি। শনিবার ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যন্তর মন্তর-সহ রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে চলল ব্যাপক ধরপাকড়। দুপুর পর্যন্ত আটক হয়েছেন প্রায় এক হাজার মানুষ। আটকদের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পিনারাই বিজয়ন ও মানিক সরকার। কেরল হাউসের কাছ থেকে আটক করা হয় বিজয়নকে। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ছত্রশাল স্টেডিয়াম চত্বরে। আটক হয়েছেন অভিনেতা রাজ জুৎসি, সমাজমাধ্যমের কনটেন্ট নির্মাতা ধ্রুব রাঠীও। রয়েছেন অন্তত ১৫ জন সাংবাদিক। নিউজলন্ড্রির সাংবাদিক আনমোল প্রীতমের দাবি, নয়াদিল্লি স্টেশনে



সংবাদ সংগ্রহের সময় তাঁদের তুলে নেওয়া হয়। পরে পুলিশ জানায়, নিউজলন্ড্রি ও স্ক্রলের আটক সাংবাদিকদের দুপুরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির ১৩টি জেলায় অস্থায়ী ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ছত্রশাল স্টেডিয়াম যন্তর মন্তর থেকে প্রায় ১৩

কিলোমিটার, বাওয়ানার রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দূরে। শালিমার বাগের একটি সরকারি স্কুলকেও আটককেন্দ্র করা হয়েছে। সিপিএম কর্মী এ আর সিদ্ধুর অভিযোগ, আটকদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘোরানো হচ্ছে, মহিলাদের পোশাক ছিঁড়েছে। এ নিয়ে পুলিশের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বাওয়ানায় আনা এক মধ্যবয়স্কের দাবি, আস্থায়ীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মহাদেব রোডে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। দুই কনটেন্ট নির্মাতা জানান, রিল বানানোর সময় তাঁরা আটক হন। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরার কটাক্ষ, সরকার ভয় পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলতেন ডর আচ্ছা হয়, এখন আমরাও বলছি। আটক বাস থেকে ভেসে এসেছে ভোট চোর গন্ডি ছোড় স্লোগান।





১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

উদ্যোগপতি

নয়া জামানা

অদম্য জেদে বাজিমাত!

শূন্য থেকে সফল উদ্যোক্তা নয়ন গুপ্ত

টিনা প্রামাণিক ১১ নয়া জামানা ১১ মালদহ

সাক্ষ্য কখনো আকাশ থেকে পড়ে না, কিংবা রাতারাতি কোনো অলৌকিক ঘটনায় ধরা দেয় না। সাক্ষ্য আসে এক অদম্য জেদ, কঠোর পরিশ্রম আর শত প্রতিকূলতার মুখে ভেঙে না পড়ার মানসিকতা থেকে। ১২ বছর আগের কথা। ‘নয়ন এন্টারপ্রাইজ’ নামের প্রতিষ্ঠানটিকে বা এর নেপথ্যে থাকা মানুষটিকে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কেউই চিনতেন না। অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করা সেই সাধারণ ছেলেটি যে একদিন গোটা মালদা জেলার ব্যবসায়িক মানচিত্রে নিজস্ব স্বাক্ষর রাখবেন, তা হয়তো সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু সময় বদলেছে, আর সময়ের চাকা ঘুরিয়ে তিনি আজ অনন্য এক উচ্চতায়। বর্তমানে মালদায় পরিবেশবান্ধব ই-রিক্সা বা টোটোর প্রসঙ্গ এলেই সবার মুখে একটাই নাম ভেসে ওঠে; ‘মালদার টোটো কিং’ নয়ন গুপ্ত।

নয়ন গুপ্তর শৈশব আর দশটা সাধারণ শিশুর মতো রঙিন ছিল না। খুব ছোট বয়সেই মাথার ওপর থেকে পিতৃহারা সেরে যায়। আচমকা বাবার এই অকালপ্রয়াণ পরিবারের ওপর এক অনাকাঙ্ক্ষিত অন্ধকার নামিয়ে আনে। কিন্তু এই চরম বিষাদই নয়নের মধ্যে এক অদ্ভুত ও অদম্য জেদের জন্ম দেয়। যে বয়সে সমবয়সী বন্ধুরা খেলাধুলো আর পড়াশোনায় মগ্ন থাকে, সেই অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থাতেই নয়ন নিজের কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব তুলে নেন। অন্যদের টিউশনি পড়িয়ে যে সামান্য উপার্জন হতো, তা দিয়েই নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি সংসারের দায়িত্ব নেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই নয়ন বুঝতে পারেন, বসে থাকার সময় তাঁর নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। তাই একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে যোগ দিয়ে কর্মজীবনের প্রথম সূচনা করেন।

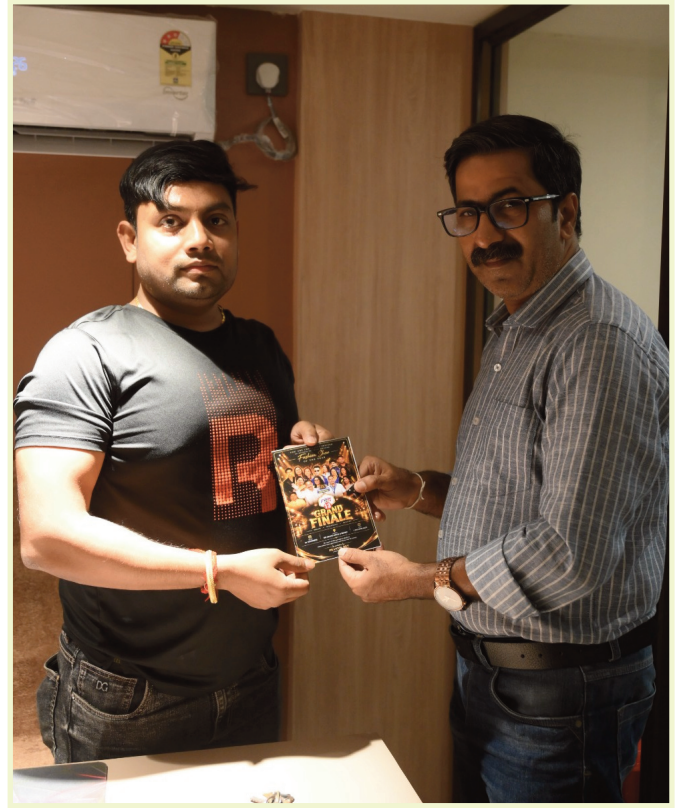
কাজের পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাও থামাননি তিনি। গোড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ গোড় মহাবিদ্যালয় থেকে এডুকেশন বিষয়ে অনার্স নিয়ে সফলভাবে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন ডিগ্রি অর্জনের পর আর পাঁচজনের মতো একটি নিরাপদ চাকরির পেছনে ছোটেননি নয়ন। কারণ যার মধ্যে ছোটবেলা থেকে লড়াই করার জেদ কাজ করে, তিনি শুধু নিজের একার ভালো থাকার কথা ভাবতে পারেন না; চারপাশের মানুষগুলোর কথা, সমাজকে বদলে দেওয়ার কথা ভাবেন। স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের জন্য কিছু করার এক তীব্র বাসনা থেকেই ২০১৪ সালের শেষের দিকে জন্ম নেয় তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান; ‘নয়ন এন্টারপ্রাইজ’।

ব্যবসার সূচনাটা মোটেই মসৃণ ছিল না। মূলধনের অভাব আর অনিশ্চয়তার মধ্যে মাত্র একটি ই-রিক্সা বা টোটো নিয়ে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। তখনো মালদার রাস্তায় টোটো সেভাবে দাপিয়ে বেড়াত না। অনেকেই এই নতুন যানবাহনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে



ছিলেন। কিন্তু নয়নের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। সততা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গ্রাহক পরিষেবায় কোনো আপস না করার নীতিকে আঁকড়ে ধরে তিনি একাই পথ চলা শুরু করেন। একটি টোটো বিক্রি থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন, আর সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তাঁর বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য আজকের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে প্রতিষ্ঠানটি একটি মাত্র টোটো দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, আজ সেই ‘নয়ন এন্টারপ্রাইজ’

থেকে মাসে গড়ে ১৫০ থেকে ২৫০টি ই-রিক্সা বিক্রি হয়! মালদা জেলা তো বটেই, আশেপাশের জেলাগুলোতেও টোটো বিক্রির ক্ষেত্রে নয়ন এন্টারপ্রাইজ এক আস্থার নাম হয়ে উঠেছে। এই সাক্ষ্যেই থেমে থাকেননি নয়ন গুপ্ত। ব্যবসার পরিধি আরও বিস্তৃত করতে ২০২৬ সালে এসে তিনি ইলেকট্রিক স্কুটার ব্যবসাও সফলভাবে শুরু করেছেন। পরিবেশবান্ধব এই যানবাহনের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে তাঁর এই পদক্ষেপও এক বিশাল সফলতা পেয়েছে। তবে নয়ন গুপ্তর সবচেয়ে



বড় প্রাপ্তি হয়তো তাঁর ব্যবসায়িক মুনাফায় নয়, বরং সমাজকে কিছু ফেরত দেওয়ার মধ্যে। নিজের কষ্টের দিনগুলোর কথা ভোলেননি বলেই আজ তিনি ২০ জন মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পেরেছেন। যে পরিবারগুলোতে একদিন অনিশ্চয়তা ছিল, আজ নয়নের দেওয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সেই ২০টি পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছে। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে যে বালকটি টিউশনি পড়ে সংসারের হাল ধরেছিল, যে তরুণ পড়াশোনার পাশাপাশি

সংগ্রাম করে নিজের পথ তৈরি করেছিল, আজ সে শুধুই একজন সফল ব্যবসায়ী নন, হাজারও যুবকের কাছে এক অনুপ্রেরণার প্রতীক। প্রতিকূলতা যে মানুষের চলার পথ আটকে রাখতে পারে না, বরং জেদ আর সততা থাকলে যে শূন্য থেকেও এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়; নয়ন গুপ্তর জীবনগাথা যেন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নয়ন এন্টারপ্রাইজ আজ শুধু একটি ব্যবসার নাম নয়, এটি এক সংগ্রামী মানুষের স্বপ্ন ও সাক্ষ্যের জীবন্ত দলিল।





১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

মহালয়ায় রাজ্য চালু ১১২

পুলিশের গায়ে হাত দিলে অবস্থা খারাপ হবে: শুভেন্দু

নয়া জামানা: মহালয়ার দিন থেকেই রাজ্যে চালু হল ১১২ জরুরি পরিষেবা। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পুলিশি সহায়তা পৌঁছে দিতে ২৪ ঘণ্টা এই পরিষেবা চালু থাকবে। একই সঙ্গে পুলিশের বহরে যুক্ত হল ৪৫০টি নতুন গাড়ি। প্রতিটি থানায় একটি করে গাড়ি ও মোটরবাইক বরাদ্দ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ১,৫০০ জন চালক নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগের সরকারের আমলে ১০০ নম্বরে ফোন করেও অনেক সময় দ্রুত সাড়া মিলত না। গত পাঁচ মাসে পুলিশ ব্যবস্থার ভিতরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় একাধিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের লাইভ ট্রাফিক ব্যবস্থা চালুর কাজও চলছে বলে জানান তিনি। পুলিশ ও দমকলকর্মীদের সম্মান জানানো এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়ার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন পুলিশমন্ত্রী। পুলিশের জনবল



বাড়ানোর ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্তের কথা জানান শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ওবিসি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে থাকা পুলিশ নিয়োগের আইনি জটিলতা কাটিয়ে ১১ হাজারের বেশি নতুন কনস্টেবলকে পুজোর আগেই নিয়োগ করা হবে। আগামী শুক্রবার তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথাও জানান তিনি। পুলিশের বিরুদ্ধে আগের সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়ে শুভেন্দু বলেন, তখন পুলিশকে কার্যত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছিল। পুলিশকর্মীদের উপর

হামলার প্রসঙ্গ টেনে পার্কস্ট্রিট ও আসানসোলার ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুলিশের গায়ে হাত দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বীরভূমে এক পাথরমাফিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানের উদাহরণ দিয়ে পুলিশমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্য পুলিশের সক্ষমতা যথেষ্ট। একই সঙ্গে আরজি কর বা বারুইপুরের মতো ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করার বার্তাও দেন তিনি। নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের ব্যবসার বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থানের কথা জানান।

মুখোশ পরে দেশবিরোধী শক্তি কাজ করছে দিল্লির আন্দোলন নিয়ে ককরোচদের নিশানা শমীকের

নয়া জামানা: মহালয়ার সকালে বাগবাজার ঘাটে তর্পণ সেরে দিল্লির যন্ত্রের মস্তুরে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকে নিশানা করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, হতাশা থেকেই এই আন্দোলন। মুখোশের আড়ালে দেশবিরোধী শক্তি কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্ত্রের মস্তুরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। কর্মসূচির অনুমতি না থাকলেও আন্দোলন ঘিরে দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্য দিল্লির একাধিক এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিধিনিষেধ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে



কলকাতায় শমীক বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকেরই আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। তবে অপ্রাসঙ্গিক শক্তি প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর আরও দাবি, আজকের আন্দোলন হতাশা থেকে। ভারত সরকার বিষয়টিতে নজর রাখছে। মুখোশ পরে দেশবিরোধী শক্তি কাজ করছে। আমাদের কাছেও খবর আছে। আগের আন্দোলন হাসিমুখে

প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ওরা। মহালয়ার দিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকেও আক্রমণ করেন শমীক। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, অর্ধমৃত দল মৃত দলের সঙ্গে মিলে একটি অপচেষ্টা করছে। তা সফল হবে না। দেবীপঙ্কের সূচনালগ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফর নিয়েও মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তাঁর কথায়, দেবীপঙ্কের সূচনা লগ্নে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় নেই। দিল্লি চলে গিয়েছেন। আমরা চাই উনি এখানে থাকুন। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে যান। আমরা তা দেখতে চাই। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, তৃণমূলের বড় নেতারা সব কোথায় গেলেন? অন্য দিকে, যজ্ঞ মন্ত্র মস্তুরের কর্মসূচি ঘিরে শনিবার

সকাল থেকেই দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। জনপথ-কর্তব্যপথ সংযোগস্থলের চার কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি। শহর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও আধাসেনার বিপুল বাহিনী। আন্দোলনস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েক জন ককরোচ নেতাকে আটক করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বিমানবন্দরে অভিজিৎ দীপ, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাক্ষাসের আটক করা হয় বলে দাবি। যন্ত্রের মস্তুরের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অগ্নীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্যই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

ভাল সময়ে মমতার পাশে, বিপদে কোথায়? জাগো বাংলার মঞ্চে দলত্যাগীদের নিশানা অভিষেকের

নয়া জামানা, কলকাতা: বদলে গিয়েছে ছবিটা। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ ঘিরে যে জাঁকজমক দেখা যেত, এ বার তার অনেকটাই অনুপস্থিত। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেই অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশিত হল তৃণমূলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যা। আর সেই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই এক সময়ের ঘনিষ্ঠদের উদ্দেশ্যে একের পর এক কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন তিনি। দুর্গাপুজোর মণ্ডপের পাশে বামদলের স্টল দেওয়ার পুরনো রীতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে জাগো বাংলার স্টলও দেখা যেত। সেখানে থাকত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা, গল্প এবং শারদসংখ্যা। সেই অতীতের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, যাঁরা মঞ্চ আলো করে জাগো বাংলায় বসতেন, তাঁরা নেই। যাঁরা দুর্গা সেজে মঞ্চ আলোকিত করে মহিষাসুরমর্দিনী করতেন, তাঁরাও আজ কেউ নেই। এই প্রসঙ্গেই প্রবীণ তৃণমূল নেতা সৌগত রায়ের প্রশংসা করেন অভিষেক। বলেন, ধন্যবাদ জানানো উচিত সৌগত রায়কে। যিনি আমাদের সঙ্গে



বদলে গিয়েছে ছবিটা। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ ঘিরে যে জাঁকজমক দেখা যেত, এ বার তার অনেকটাই অনুপস্থিত।

আজও রাস্তায় আছেন। এর পরেই দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের নিশানা করেন তিনি। অভিষেকের কথায়, যাঁরা ভাল সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না, পারলে আমাকে কনুই মারতেন, তাঁরা আজ কোথায়? তাঁর দাবি, একটি এফআইআর হওয়ার আগেই অনেকে দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর নিজের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর হলেও তিনি দলেই রয়েছেন বলে জানান অভিষেক। তাঁর কথায়, যে দল পরিচিতি দিল, কাজ করার সুযোগ দিল, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক করল

আজ তাঁরাই বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া নেতাদের প্রসঙ্গও এ দিন উঠে আসে অভিষেকের বক্তব্যে। দলের একাধিক সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত নবীন নেতাদের একাংশও সেই সময় তৃণমূল ছেড়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। দলের অন্দরে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেতাদের যোগাযোগ কমে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল সে সময়।

মহিষাসুরমর্দিনীর সুরে ভোর, রাজ্য জুড়ে কড়া নিরাপত্তায় ঘাটে ঘাটে তর্পণ

নয়া জামানা: ভোরে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টের কণ্ঠে অমলিন মহিষাসুরমর্দিনী। আর নদীর ঘাটগুলিতে তর্পণের জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড়। মহালয়ার সকালে চেনা ছবি রাজ্যজুড়ে। কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্র ধরা পড়েছে একই চিত্র। শাস্ত্রমতে মহালয়া হল-পিতৃপঙ্কের অবসান ও দেবীপঙ্কের সূচনা। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অমাবস্যা তিথিতে এই বিশেষ দিনে গঙ্গা বা জলাশয়ে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল ও তিল দান করা হয়। যাতে তাঁদের আত্মা শান্তি পায়। জলাদানের মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। একেই বলা হয় তর্পণ। এদিন ভোর থেকে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় চলছে তর্পণ। এজন্য

প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শনিবার ভোর থেকে বাবুঘাট, জাজেস ঘাট, বাগবাজার মায়ের ঘাট সহ প্রতিটি ঘাটে তর্পণ করলেন হাজার হাজার মানুষ। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতিটি ঘাটে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জলপথে চলল নজরদারি। ঘাট লাগোয়া রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রশাসন। এদিন ভোররাত থেকে নবদ্বীপের প্রতিটি ঘাটেই উপচে পড়া ভিড়। কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এদিনের স্নানপর্ব চলেছে। নদীয়ার বাইরের জেলা থেকেও বহু মানুষ এসে পৌঁছান নবদ্বীপের বিভিন্ন স্নানঘাটে। জেলার অন্য ঘাটগুলির মতো বর্ধমানে সদরঘাটে চলছে

তর্পণ। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ভোরে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। বহরমপুরে ভাগীরথীর ঘাটে তর্পণে মানুষের ভিড়। ভোর থেকেই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি ঘাটে। সুষ্ঠুভাবে চলছে তর্পণ প্রক্রিয়া। ব্যতিক্রম নয় মালদহ। আজ ভোর থেকে মহানন্দায় মিশন ঘাটে চলছে পিতৃ তর্পণ। মহালয়ার দিনেই মুন্সিবল্লীঘাটের ঘরে প্রথা মেনে দুর্গার চক্ষুদান হয়। পাশাপাশি এই বিশেষ দিন অনেকেই পুজো দিয়ে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা মণ্ডপে নিয়ে যান। কোথাও এই দিন প্রকাশিত হয় শারদ পত্র-পত্রিকা। সবমিলিয়ে মহালয়া থেকেই শুরু দুর্গাপুজোর ব্যস্ততা।

अल्पादकीय

১০ অক্টোবর ২০২৬ ॥ শনিবার

দুই দেশের শহিদ

পৃথিবীব্যাপী মানবজাতির সুপ্রাচীন ইতিহাসে বিপ্লব তার সুন্দরতম হাতিয়ার এবং তা যদি হয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে, তা হয়ে ওঠে অবিনশ্বর! তারপর বহু ক্রোশ পথ হেঁটেছে বাঙ্গা প্রদেশের এক সর্দারের স্বপ্নের মাতৃভূমি। তীব্র হয়েছে বৈষম্য, চণ্ডড়া হয়েছে বিভাজন। ধর্ম ও রাজনীতির সমান্তরাল অবস্থানও প্রকট। কৃষক-শ্রমিকের হাতে সমাজের স্থিয়ারিং যায়নি। সিংহাসন স্থির থেকে বদলে গেছে রাজমুকুট। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেছে সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু নিয়ে। এমন এক উন্মাদ প্রেমিক যে, জেলবন্দি হয়েও চির স্বাধীন! দুই দেশের কাঁটাতারের ব্যবধান যে স্বাধীনতায় খাব বসাতে অক্ষম। সীমান্ত পেরিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় সেইসব রক্তবীরের দল। ২০১৩ সালে লাহোর হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী আব্দুল রশিদ কুরেশি ও তাঁর পুত্র ইমতিয়াজ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাটি কার্টে পুনরায় খোলার আবেদন করেন। এই মামলার ওপর ভিত্তি করেই প্রায় ৯৪ বছর আগে ফাঁসি হয়েছিল ভগৎ সিংহ, সুখদেব ও শিবরাম রাজগুরু। আইনজীবী ইমতিয়াজ মনে করতেন, এই মামলায় সঠিক ন্যায়াবিচার হয়নি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার তৎকালীন তিন বিচারকের ট্রাইব্যুনাল ৪৫০ জন সাক্ষীর বক্তব্য শোনেইনি। এমনকী, ফাঁসির আসামিরা আপিল করার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হন। গোটা বিচার-প্রক্রিয়াটা এভাবেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, প্রবীণ আইনজীবী এজি নুরানি এটিকে ‘বিচারবিভাগীয় হত্যাকাণ্ড’-র তকমা দেন। ১৯৮৭ পরবর্তী সময়ের র‌্যাডক্লিফ সাহেবের দৌলতে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ক্রমে দূরত্ব বাড়িয়েছে, ধর্ম যে ডাঙনে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তবু ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে দুই দেশই যেন আবেগপ্রবণ। উভয় রাষ্ট্র চায় তাকে নিজের সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে। ২০০৭ সালে ভগৎ সিংয়ের জন্মস্তববার্ষিকীতে পাকিস্তানে ‘ইরতিকা’ নামক একটি উর্দু পত্রিকায় তাঁকে বীর শহিদ আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁকে নিয়ে রচিত বেশ কিছু কবিতাও সেই পত্রিকাতে স্থান পেয়েছিল। খ্যাতনামা উর্দু লেখিকা, জাহেদা হিনা ভগৎ সিংকে ‘পাকিস্তানের পুত্র’ সম্মোধনে ভূষিত করেন। আদতে ভগৎ সিংয়ের জন্ম পাঞ্জাব প্রদেশের ফয়সালাপুর জেলায়, যা এখন পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে অবস্থিত। অন্যদিকে লাহোর যে স্থানে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, তাও আজকের পাকিস্তানে। প্রতি বছর ঘটনা করে পড়শি দেশে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। ২০১২ সালে জনসাধারণের দীর্ঘ অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে লাহোর গৌরসভার পক্ষ থেকে সাদমান চককে ভগৎ সিং চক ঘোষণা করা হয়। শোনো যায়, গৌরসভার কাছে সুপারিশকারী এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ছিলেন প্ৰখ্যাত পাকিস্তানি কবি, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কন্যা শিল্পী সালিমা হাসমি। কিন্তু সময়ের চোরাশোতে বয়ে এসেছে কট্টরপন্থার বিষ। ইসলামিক ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে রক্ষা নেই ভগৎ সিং-অনুগামীদেরও। স্বাভাবিক! মাত্র ২৩ বছরে সহাস্যে ফাঁসির সাজা বরণকারী এক বিপ্লবী নিজেকে ‘নাস্তিক’ ঘোষণা করলে দু’দিকের রক্ষনশীল গোঁড়া সমাজের বিপদ আছে বইকি। তাই, মৃত্যুর এত বছর পরও পাকিস্তানে বিভিন্ন চরমপন্থী গোষ্ঠীর হুমকি ও আক্রমণের মুখেমুখি হতে হয় তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের। বহু ভগৎ সিং-সমর্থক লাহোর প্রশাসনের কাছে এখনও নিরাপত্তা প্রদানের বিফল আর্জি জানিয়ে চলছে। ভগৎ সিংহের মৃত্যুর পরেও পাকিস্তানজুড়ে বহু চালু বা রাখা রয়েছে মিঃ লাহোরের বহুল প্রচলিত দৈনিক ‘দ্য ট্রিবিউন’-এ ২৬ মার্চ প্রকাশিত প্রথম পাতার প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাহোর-সংলগ্ন মিন্টো পার্ক অঞ্চল সেদিন বিক্ষোভ সমাবেশে ফেটে পড়েছিল।

গান্ধী ও জেন জি

মহারাজের মেয়ে সালোনি তেদকরি। ২০২০ সালে, মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে থানে, পালগর, মানগাঁও-সহ বিভিন্ন শহরে অনশন শুরু করে এই খুঁদে মেয়ে। তার দাবি ছিল দেশে যাতে কোনও শিশু আগামিদিনে ভিক্ষা না করে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সালোনি জানায়, এই পদক্ষেপ গ্রহণে তার মূল অনুপ্রেরণা মহাত্মা গান্ধী। আমরা যাদের ‘জেনারেশন জেড’ বলি, ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা, সেই দলেই পড়ে সালোনি। কিন্তু তার প্রতিবাদের ভাষা মিলে যায় জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে। ১০০ বছরের বেশি ব্যবধান থাকলেও, সালোনির বিশ্বাস এই অহিংস অনশনকে হাতিয়ার করেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এমন দৃঢ়তা মুখে মনে পড়ে যায় ‘লগে রঘন মুন্ডাভাই’ সিনেমার কথা। যে-চিত্রনাট্য গান্ধীর অব্যবকে মূলস্রোতের আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছিল। গান্ধীগিরির মোন্দা কথা, জটিল বিষয়গুলিকে কিঞ্চিৎ সহজ করে সিনেমার পর্দায় দেখে দর্শকদের ভাল লেগেছিল। আমরা তখন মিলেনিয়ালরা স্কুলে পড়ি, বন্ধুদের দেখেছি মজা করা গান্ধীগিরি প্রয়োগ করতে ক্লাসের মধ্যে। হালকা চালে মুন্ডাভাই কথা বলছে স্বয়ং জাতির পিতার সঙ্গে, এই সখ্য আমাদের মন কেড়েছিল। কিন্তু তারপর? আর মনে হয় এমন গান্ধীগিরির প্রতিফলন দেখা যায়নি সিনেমা, সাহিত্যে বা ওটিটি-তে। অনেকে তাই প্রশ্ন করে; আজকের সোশ্যাল মিডিয়া, এ-আই বা গেমিংয়ের যুগে গান্ধীবাদের আদৌ কোনও তাৎপর্য আছে? ২ অক্টোবর মানেই সারা ভারতে হলিডে আর ড্রাই ডে। এবারে সপ্তাহান্তে তিনদিন পরপর ছুটিও পাওয়া গেছে। পুজোর আগে কুনাকাটা, খাওয়াদাওয়া আর একটু বিশ্রাম। এই অলস মেজাজ বা

দিয়ে আর কি কিছু অবশিষ্ট আছে গান্ধী-জয়ন্তীর? বিশেষ করে জেন জি বা জেন আলফাদের কাছে? এর উত্তর খেঁজাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য, যদি তিনটি প্রশ্ন প্রথমেই রাখা যায় পাঠকদের সামনে। এক, আজকের চূড়ান্ত ভোগবাদী, ব্র্যান্ড-সচেতন সমাজে গান্ধীর অনাড়ম্বর জীবন কি নতুনভাবে পথ দেখায়? দুই, তাঁর সর্বোদয়া এবং আত্মনির্ভর প্রকল্প আজকের স্টার্ট-আপ যুগে কতটা জরুরি জেন-জির কাছে? তিন, গান্ধীর অহিংস অনশন কীভাবে জেন জি আন্দোলনে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে? আজকের মিছিলে গান্ধী ইয়ুথ টক নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে, যেখানে জেন-জি বা আলফাদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় কেন জরুরি ভারতে' এই শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়। 'মিনিমালিজম' শব্দটা আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার পরিভাষায় বেশ জনপ্রিয়। একদিকে যেমন পণ্যের বাজারে হাজারও নতুন ব্র্যান্ড, জাঁকজমক, হাতছানি; তেমনিই জেন জি বা আলফাদের মধ্যে বাড়ছে ঝোঁকার প্রবণতা। আনমোল নেগি নামে এক জেন জি ব্লগার ইউথ টকে লিখছেন যে, যতই আমরা পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই কিংবা জাপানি লেখিকা মারি কণ্ডোর কথা ভাবি (যিনি 'মিনিমাল লিভিং' নিয়ে বই লিখে সারা বিশ্বে সমাদৃত) কিন্তু এই সবকিছুর অনেক আগে আমাদের শিথিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। নবীন লেখক আনমোল এর সঙ্গে মিল পেয়েছে গান্ধীর 'অপরিগ্রহ' মতাদর্শের। নন-পজেশন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের এই চিন্তাধারা গান্ধী নিয়েছিলেন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন থেকে। তাঁরা আশ্রমে অংশগ্রহণ করতেন হলে বাধ্যতামূলক ছিল ১১টি ব্রত। যার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম হল অপরিগ্রহ। তিনি

মনে করতেন, যদি প্রয়োজনের থেকে অত্যধিক আমার কাছে থাকে, তার মানে সেটা চোর্ববুঁজি করেই এসেছে। যে চুরি সবসময় চোখে দেখা যায় না; মালিকপক্ষ যে শোষণ চালায় শ্রমিকের ওপর, জমিদার চালায় চাষির ওপর, অতিরিক্ত সেই শ্রমের মূল্য আসলে একপ্রকার হিংসা। তাই গান্ধীর অহিংস আন্দোলন শুধু শারীরিক প্রহার বা গা-জোয়ারি থেকে ব্রাত্য থাকা নয়, বরং অব্যবহা ভোগকেও হিংস্রতা বলে মেনে নেওয়া। আনমোল নেগির মতো জেন-জিরা আজ যখন গান্ধীর মতাদর্শকে ফেসবুকে উদ্ধৃত করছে, তেমনই এর পরিপন্থী দৃশ্য দেখতেও আমরা অভ্যস্ত। সিল্লি, মুম্বইয়ের পাঁচতারা মলে রাত তিনটে থেকে যখন আইফোন ১৮ কেনার লাইন পড়ে, তখন গান্ধীর ‘অপরিগ্রহ’ ক্রিষ্ণৎ হাস্যপদ ঠেকে। কিন্তু মনোবিদ্যার বলছেন, সকলে যে তিন লাখি ফোন কেনার ক্ষমতা রাখে, তা হয়তো নয়, প্রতিযোগিতামূলক ভোগবাদ -এর যুগে এই প্রদর্শন অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। এখানে আবারও এসে পরে গান্ধীর ট্রাস্টিশিপ বা সমবায়ের ধারণা। তিনি বলছেন ব্যক্তিগত মালিকানা হিংসার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীর অভিধানে গুরুত্ব পেয়েছে ‘সর্বোদয়া’ এবং আত্মনির্ভরতার দর্শন। আজকের স্টার্ট আপের যুগে ‘আত্মনির্ভর’ কথাটা বহুল-প্রচলিত। জেন জি-দের সামনে স্টার্ট আপ ব্যবসার নানা কৌশল রাস্ত্রযন্ত্র বারবার তুলে ধরতে চাইছে। কম শুদ্ধে লোন, ছোটখাট ব্যবসা, ডিজিটাল মানি ট্রান্সফার; এমন বিবিধ উপায়! সরকার বলছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু গান্ধী যে আত্মনির্ভরতার কথা বলতেন, যার মূলে ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি ও পঞ্চায়েত, তার সঙ্গে এই আত্মনির্ভর বয়ানের কোনও মিল আছে কি? বর্তমানে ‘স্টার্ট আপ’ শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যেন অর্থনীতির যাবতীয় সমস্যার

সামান্য লুকিয়ে রয়েছে ওই জিয়নকাঠিতে। গান্ধী কিন্তু তাঁর ‘হিন্দু স্বরাজ’ বইতে গ্রাম আর শহরের এক অভূতপূর্ব সম্পর্কের কথা বলেছেন। যেখানে কেউ কারও ওপর পরজীবী বা পরাশ্রয়ী মতো নির্ভর করবে না। গ্রামে সহযোগিতা থাকবে, কিন্তু নির্ভরতা নয়। উনি লিখছেন

নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যে কী অবদান মহাত্মা গান্ধীর?

১৯৪৬ সালে ‘হরিজন’ পত্রিকায় গান্ধী এই ভিলেজ রিপাবলিককে সামুদ্রিক ঘূর্ণির (ওশিয়ানিক সার্কেল) সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রামে পিরামিডীয় বিন্যাসে সবার ওপরে জমিদার, তারপর মধ্যস্বত্বভোগী আর চাষীরা অবস্থান করবে না। প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে না। বরং একটা জলের বৃত্তের মতো গ্রামকে কল্পনা করেছিলেন গান্ধী। যে বৃত্তে ক্ষমতার আঞ্চালন নেই, সহাবস্থান আছে। এই গ্রাম্য জীবনের বিষয় পড়ে আজকের শহরতলির দিকে তাকালে চোখে পড়ে কেবল পরিযান। হাজার-হাজার শ্রমিকের মুম্বই, ব্যঙ্গালোর বা দিল্লিতে শহুরে গরিব হয়ে থাকার গল্প। গান্ধীর আত্মনির্ভর গ্রামের সঙ্গে আজকের মফসসলের কোনও সাযুজ্য নেই। যদিও ইদানীং, গ্রামের মানুষ আর শহরের মানুষের একটা বিষয় দারণ মিল। দু’জনেই যথেষ্ট ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং শ্রেণি-বৈপরীত্য ঘুটিয়ে, রিল বা মিমের দর্শক শহুরে-পাড়াগাঁয়ে সকলে। হাজার-হাজার ফোনে পৌঁছে যাওয়া এই রিলে গ্রামকে দেখানো হয় অ্যাস্টেটিক ফিল্মটারে। যোমটা দেওয়া গ্রামীণ বধু মাটির উনুনে রান্না করছে, সুন্দরবনের বা ওলিরা মাখ সংগ্রহ করছে কিংবা জেলেরা নৌকায় মাছ ধরছে, সকলের নিজের নিজের ভ্রুগে অন্তর্নিহিত লাইক ও সাবস্ক্রাইবার।

ভারতীয় বিমানবাহিনী দিবস

৮ অক্টোবর ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠা, ইতিহাস এবং সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাকে সম্মান জানাতে প্রতি বছর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে ‘ভারতীয় বিমানবাহিনী দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৩২ সালের ৮ অক্টোবর ব্রিটিশ শাসনামলে রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাহিনীর জন্ম হয়। অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন করাচিতে (বর্তমান পাকিস্তান) ওয়েস্টল্যান্ড ওয়াপাতি বিমান ও মাত্র ছয়জন ভারতীয় অফিসার এবং ১৯ জন বিমান সেনাকে নিয়ে এর প্রথম ফ্লাইট গঠিত হয় তৎকালীন ব্রিটিশ আইনসভার সিদ্ধান্ত ও ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এশিয়া অঞ্চলে রাজকীয় প্রতিরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। ভারতের পক্ষে এই বাহিনীর সুদৃঢ় ভিত গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা



পালন করেছিলেন এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি যিনি পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এবং ১৯৫০ সালে ভারত

পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হলে বাহিনীর নাম থেকে ‘রয়্যাল’ শব্দটি বাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভারতীয় বিমানবাহিনী’ নামকরণ করা হয়। মূলত দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আকাশসীমার নিরাপত্তা

সুনিশ্চিত করা এবং আকাশপথে যেকোনো শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে এই বাহিনীর অবদান অতুলনীয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের কাশ্মীর সংকট ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে বিমানবাহিনীর অসীম সাহসিকতা ও নিখুঁত আক্রমণ দেশের বিজয় নিশ্চিত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি যেকোনো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা বা ভূমিকম্পে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ ও উদ্ধারকাজে এই বাহিনীর ‘অপারেশন রাহাত’-এর মতো মানবিক ভূমিকার জন্য পুরো দেশ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রতি বছর গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমানঘাটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দৃষ্টিনন্দন এয়ার শো, মার্চ পাষ্ট এবং সামরিক মহড়ার মাধ্যমে দেশের বীর বিমানসেনাদের আত্মত্যাগ ও অবদানকে জাতীয়ভাবে স্মরণ করা হয়।



১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

বিড়লা মন্দিরের আদলে মণ্ডপ, ১৮ তম বর্ষে শুশুনিয়া সার্বজনীনের চমক!

রাখি গড়াই, বিষ্ণুপুরঃ হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো। পূজোর আনন্দে যখন মেতে ওঠার অপেক্ষায় আট থেকে আশি, তখনই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শুশুনিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সদস্যরা। এবছর ১৮তম বর্ষে দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে এই পূজো কমিটি। স্থাপত্যের ছন্দে সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরতে দিল্লির বিড়লা মন্দিরের আদলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পূজো মণ্ডপ। মণ্ডপের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশ, বাটাম, কাপড়-সহ বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সামগ্রী। টানা এক মাস ধরে চলাছে মণ্ডপ সজ্জার কাজ। শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে মণ্ডপের কাঠামো। উদ্যোক্তাদের আশা, মণ্ডপের অভিনব স্থাপত্য ও সৃজনশীল উপস্থাপনা এবছরও দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। পূজো



কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর দুর্গোৎসবের বাজেট প্রায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। আগামী চতুর্থীর দিন দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মণ্ডপের দরজা। প্রতিবছরের মতো এবছরও এই পূজো মণ্ডপে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। দুর্গাপূজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। মণ্ডপ সজ্জার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি

দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন পূজো কমিটির সদস্যরা। এখান থেকে আর মাত্র কয়েকটা দিনের। তারপরই আলো, সাজসজ্জা ও উৎসবের আবহে সেজে উঠবে শুশুনিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পূজো প্রাঙ্গণ। এবছর বিড়লা মন্দিরের আদলে তৈরি এই মণ্ডপ কতটা দর্শনার্থীদের মন জয় করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন উদ্যোক্তারা।

পূজোর মুখে জয় বীরপাড়া চা বাগানে অচলাবস্থা

অভিজিত চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ারঃ দুর্গাপূজার মুখে চরম অনিশ্চয়তা ও অচলাবস্থার মুখে পড়ল আলিপুরদুয়ারের জয় বীরপাড়া চা বাগান। লকআউটের নোটিস না বোলালেও হঠাৎই বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ফলে উৎসবের মরসুমে মাথায় হাত পড়েছে বাগানের প্রায় ৫৫০ জন শ্রমিকের। পূজো আসতে দিন কয়েক বাকি থাকলেও বাগান কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত বোনাস বন্টনের কোনো দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি। এই পরিস্থিতিতে বোনাস সমস্যা মেটাতে শনিবার বীরপাড়া সার্কেলের সহকারী শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তবে মালিকপক্ষের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় বৈঠক ভেস্তে যায়। মালিকপক্ষের এমন আচরণে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, বোনাস দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত



বাগানে লকআউটের নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হতে পারে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা বাগানে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, আর্থিক মন্দায় জর্জরিত রুগ্ন জয় বীরপাড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ ওই নির্ধারিত হারে বোনাস মেটাতে অক্ষম। আর সেই কারণেই দায় এড়িয়ে বাগান ছেড়ে পালিয়েছেন

পরিচালন কর্তৃপক্ষ। সমস্যার জট কাটাতে হাল ছাড়ছে না শ্রম দপ্তর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগামী সোমবার ফের একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সোমবারের বৈঠকেও যদি ম্যানেজমেন্ট গরহাজির থাকে, তবে পূজোর মুখেই জয় বীরপাড়া চা বাগান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পূজোর আগে অসম্পূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ

নয়া জামানা, পুরুলিয়াঃ অবশেষে দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেল। এলাকার মোড়ে মোড়ে প্যাভেল এবং রাস্তা ভর্তি আলোকসজ্জা, আগামী কটা দিন রাজ্য জুড়ে এমনই চিত্র দেখা যাবে। তবে উৎসবের আবহেও পুরুলিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে পূজোর আগে রাস্তা সংস্কারের কাজ একপ্রকার অসম্পূর্ণ। নতুন সরকারের আমলে জেলা পরিষদের প্রথম টেন্ডার বাতিল হয়। তারপর এখনো নতুন

টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। স্বভাবতই ওয়ার্ক অর্ডার পায়নি ঠিকাদার সংস্থা। তাই জেলাজুড়ে ৮৬টি রাস্তা সংস্কারের কাজ করে শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের আমলে স্টেট ফান্ড থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার বেশি খরচে ৮৬টি রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার বের করে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ।

ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি, শ্রমিক পরিবারের পাশে বিধায়ক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম। শনিবার সকালে সামসেরগঞ্জের ধানঘড়া গ্রামে গিয়ে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দীর্ঘদিনের উৎকর্ষ কাটিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফেরায় তাঁদের খোঁজখবর নেন বিধায়ক উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামসেরগঞ্জ এলাকার ২৩ জন শ্রমিককে ছত্তিশগড়ে গ্রেফতার করা হয়। পরে ১৯ জন শ্রমিককে মুক্তি দেওয়া হলেও ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন' বা বিচারাধীন তালিকায় থাকায় চারজন শ্রমিককে আটক রাখা হয়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের পরিবারগুলির মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতে পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম, সাংসদ খলিলুর রহমান এবং সাংসদ সামিরুল ইসলাম উদ্যোগ নেন। আটক শ্রমিকদের মুক্তির দাবিতে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শ্রমিকরা। আইনি লড়াইয়ের পর



ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম। শনিবার সকালে সামসেরগঞ্জের ধানঘড়া গ্রামে গিয়ে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

অবশেষে আটক চার শ্রমিকের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার পর শনিবার সকালেই ধানঘড়া গ্রামে পৌঁছে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক নুর আলম। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুরো পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন তিনি। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সদস্যদের ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিতে। আগামীদিনে সার্বিক ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক নুর আলম। এদিন বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি শাহ নওয়াজ খাঁন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভর্তি চলছে

GAZOLE COLLEGE OF PHARMACY

Mob : 9475647033

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

"ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী" (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

মাশরুম প্রক্রিয়াকরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভরতার পথে একাধিক মহিলা

মোহাম্মদ আলম, ইসলামপুরঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠী কিংবা সমবায় সমিতি, বর্তমানে থামে-গঞ্জে কিংবা শহর মফস্বলে এই সকল প্রতিষ্ঠান নারী-পুরুষ বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এবার গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে ইসলামপুরের জগৎগাঁওয়ে মাশরুমের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নাবার্ডের উত্তর দিনাজপুর জেলা উন্নয়ন ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় এবং দাসপাড়া নবদিশা এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে ইসলামপুর রকের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মোট ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ১২ দিনের এই প্রশিক্ষণে মাশরুম থেকে বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত খাদ্যপণ্য তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এর মাধ্যমে মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে আয়ের পথ তৈরি করতে পারবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমার উদ্যানপালন আধিকারিক



অনিক মজুমদার, মাস্টার ট্রেনার শ্রীমতী বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ইসমাত নাজনীন, অরুণা মহন্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে নবদিশা এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রধান কর্মকর্তা আনিসুর রহমান জানান, মহিলাদের হাতে দক্ষতা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সেই দক্ষতাকে বাস্তব জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। সঠিক প্রশিক্ষণ ও বাজারমুখী পরিকল্পনার

মাধ্যমে মহিলারা ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে পারবেন। উল্লেখ্য, গ্রামীণ মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নাবার্ডের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ ইসলামপুরের মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্থানীয়রা আশা করছেন ভবিষ্যতেও এই প্রকার উদ্যোগ বহাল থাকবে।

১২০ বছরের রীতি, পান্তা ভাত ও কচুশাকে উমাকে বিদায়

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ পূজোর চার দিন মন খুলে আনন্দ করার পরে বিজয়া দশমীতে মায়ের নিরঞ্জন। মায়ের বিদায় বেলায় সবার মুখ থেকে একটাই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, আসছে বছর আবার এসো। বিদায় লগ্নে দেবীর মন এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, কোনও সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করতে মন সাই দেয় না। তাই মায়ের মুখে রুচি ফেরাতে মধ্যমথামের বোস পরিবার দশমীর দিনে পান্তা ভাত আর কচুশাক খাইয়ে উমাকে বিদায় জানায়। ১২০ বছর ধরে এই পরম্পরা বজায় রেখেছে মধ্যমথামের বীরেশপল্লির বোস পরিবার। এই পূজো শুরু হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলায়। বাংলাদেশের যশোহর জেলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভৈরব নদী। প্রতিবছর বর্ষার সময়



ভৈরব নদীর জল উপচে ভাসিয়ে দিত চাষের জমি। ভেঙে যেত মাটির বাড়িঘর। তার জেরে প্রতি বছরই যশোহরের শুভরাড়া থামের মানুষজন দুর্ভোগের মুখে পড়তেন। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তাঁরা দ্বারস্থ হন যশোহরের সেই সময়কার বোসের কাছে। বন্যার হাত থেকে বাঁচতে প্রজাদের দেবী দুর্গার আরাধনা করার নিদান দিয়েছিলেন

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। সেই মতো ১৯০৬ সালে জমিদার নায়ের জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বোস নিজেদের রাখাগোবিন্দ মন্দিরে গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপূজা শুরু করেন। এই পারিবারিক পূজো এ বার ১২০ বছরে পড়ল। রথের দিন হয় দেবী দুর্গার কাঠামো পূজো। এই পূজোয় পশুবলির বদলে কুমড়া, আখ এবং শসা বলি দেওয়া হয়। আর দশমীর দিনে পান্তা ভাত আর কচু শাক খাইয়ে মাকে বিদায় জানান বোস পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা জানান ১২০ বছর আগে বাংলাদেশের যশোহর জেলায় এই পূজো শুরু হয়েছিল। সেটা আজও অব্যাহত রয়েছে। দশমীর দিন মাকে আমরা পান্তাভাত আর কচু শাক খেতে দিই। খুব আনন্দ হয় পূজোর এই কটা দিন।

পূজোর মুখে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ফালাকাটায়

সুকমল ঘোষ, ফালাকাটাঃ পূজোর মুখে দিনের আলায় চুরির ঘটনা ঘটল ফালাকাটায়। শনিবার দুপুরে শহরের জনতা কোলনীতে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন দরজার তালা ভেঙ্গে স্থানীয় রমা সিকদারের বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতিরা। পরে আলমারীর ড্রয়ার ভেঙ্গে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও কিছু সোনা ও রূপার অলঙ্কার চুরি করে চম্পট

দেওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে একজনকে আটকানোর চেষ্টা করলেও সে ব্লেন্ড উচিয়ে ভয় দেখায়। এমন কি নিজের গলায় ব্লেন্ড ঠেকিয়েও হুমকি দেয়। এতে স্থানীয়রা পিছু হটলে সেই সুযোগে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

মহালয়ার ভোরে ফিরে দেখা সুরের অতীত

গ্রামোফোনে চণ্ডীপাঠ শুনিয়ে ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখছেন রেলকর্মী

অঞ্জন শুকুল, নদীয়াঃ বাঙালির শারদোৎসবের সূচনা মানেই মহালয়ার ভোর, রেডিও আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠ। তবে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে রেডিও বা ট্রানজিস্টর যেখানে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে, সেখানে এক অনন্য উদ্যোগের মাধ্যমে পুরনো ঐতিহ্য ও নস্টালজিয়াকে ধরে রেখেছেন এক সঙ্গীতপ্রেমী। পেশায় রেলকর্মী অরিন্দম দেব তাঁর নিজের বাড়িতে প্রতি বছর মহালয়ার সকালে আয়োজন করেন গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে চণ্ডীপাঠ শোনানোর এক বিশেষ আসর। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ভোর হতে না হতেই তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান পাড়া-প্রতিবেশী, প্রবীণ-নবীন এবং ছোট ছোট বাচ্চারা। ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই জমে ওঠে চত্বর। ধূপ, ধুনো আর মঙ্গলিক প্রদীপের আলোয় ঠাকুরঘরের মতো এক পবিত্র ও মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। এরপর পুরনো দিনের গ্রামোফোনে বেজে ওঠে গালা পাথরে নির্মিত ঐতিহাসিক ৭৮ আরপিএম রেকর্ডের কালজয়ী ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। শুধু তাই নয়, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত স্তোত্রপাঠ ‘শ্রীশ্রী দেবী চণ্ডিকা’-র দুর্লভ রেকর্ডও। পাঠ শেষে বিকেলে উপস্থিত সবার জন্য



আয়োজন করা হয় প্রীতিভোজের। অরিন্দমবাবুর বুলিতে রয়েছে অ্যান্টিক গ্রামোফোন ও রেকর্ড প্লেয়ারের এক আশ্চর্য সম্ভার। বর্তমানে তাঁর কাছে প্রায় ২৭টি চালু রেকর্ড প্লেয়ার এবং সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গানের রেকর্ড রয়েছে। এর মধ্যে ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দাদা ঠাকুরের টপ্পা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা মুখে পান্থ্যায়, গীতা দত্ত, মান্না দে-র মতো স্বর্ণযুগের শিল্পীদের গানের বিপুল সংগ্রহ বর্তমান। পাশাপাশি মাইকেল জ্যাকসনসহ বেশ কিছু কালজয়ী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ডও যত্ন সহকারে রেখেছেন তিনি। এই সমস্ত অ্যান্টিক যন্ত্রপাতির প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ তিনি নিজেই করেন, তবে বড় কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে

কলকাতার অভিজ্ঞ মিস্ট্রিদের কাছে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে আনেন। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অরিন্দমবাবু জানান, বাঙালি স্বভাবতই স্মৃতিমেদুর। একসময় পূজোয় যেমন নতুন জামাকাপড় কেনা হতো, তেমনই বনেদি পরিবারের মানুষ পূজোর গানের রেকর্ড সংগ্রহ করতেন। বর্তমান প্রজন্ম ট্রানজিস্টর বা রেকর্ড প্লেয়ারের স্বাদ পায়নি। তাই দুই-তিন প্রজন্ম আগের মানুষ কীভাবে সঙ্গীত উপভোগ করতেন এবং বাঙালির মূল কৃষ্টি-সংস্কৃতি ঠিক কেমন ছিল, সেই অনুভূতি ও ভালোলাগা নতুন প্রজন্মের কাছে সরাসরি তুলে ধরতেই তাঁর এই নিরলস প্রয়াস। মহালয়ার ভোরে তাঁর এই সুরের বৈঠক যেন যান্ত্রিক যুগেও বাঙালির শিকড়কে ছুঁয়ে দেখার এক জীবন্ত টাইম মেশিন।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সমর্থনে কুমারগঞ্জে প্রতিবাদ সভা

সাজাহান আলি, দক্ষিণ দিনাজপুরঃ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা, রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় তাঁর উপরে মিথ্যা মামলা দায়ের ও উত্তর দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলনের নেতা ও রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পালের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে কুমারগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা। সাফানগর হাটে আয়োজিত এদিনের প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দেন সিপিএম জেলা কমিটির নেতা রঞ্জিত তালুকদার, সুনীল কিল্ক প্রমুখ গণ সাফানগর হাটে অনুষ্ঠিত সিপিএমের প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বাম নেতৃত্ব বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও উত্তম পালের উপর আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন তারা। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের



নিষ্ক্রিয়তা ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে এমন ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেন। রাজ্য সরকারের মদতে বিকাশ বাবুর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য বাম নেতৃত্বদ্বন্দ্ব ফোড উগরে দেন।

পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্র ধ্বংসকারী এবং অগণিত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পুরোপুরি দায়ী করে অবিলম্বে তার পদত্যাগ ও গ্রেফতারী দাবী করেন নেতৃত্বদ্বন্দ্ব।



১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

সংযোজনমূলক উৎপাদনে জোর, দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করছে কেন্দ্র



আধুনিক ডিজিটাল উৎপাদন ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে সংযোজনমূলক উৎপাদন বা ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রসারে দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয় কৌশল রূপায়ণের পরিকল্পনা করছে ভারত সরকার। ২০২২ সালে এই সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক দক্ষ কর্মী তৈরি হয়েছে, ৫৬টি নতুন উদ্যোগকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ৬৫টি দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই এখন এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অংশীদারি বাড়াতে নতুন পর্যায়ের পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতিতে উপাদান কেটে বা বাদ দিয়ে বস্তু তৈরি করা হলেও, ত্রিমাত্রিক মুদ্রণে ডিজিটাল নকশার ওপর ভিত্তি করে স্তরে স্তরে উপাদান সাজিয়ে সরাসরি সামগ্রী তৈরি করা হয়। কম্পিউটার নকশা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উপাদান

বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তৈরি এই প্রযুক্তি পলিমার, ধাতু, সিরামিক এবং জৈব উপাদানের সাহায্যে জটিল যন্ত্রাংশ তৈরিতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, আগামী এক দশকে এই যন্ত্রপাতির বাজার প্রায় দেড়শো বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, যা ভারতীয় সংস্থাগুলির সামনে বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সূচিত এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সংযোজনমূলক উৎপাদন বাজারের পাঁচ শতাংশ দখল করা এবং জাতীয় আয়ে এক বিলিয়ন ডলার অবদান রাখা। এজন্য সারা দেশে সাতটি বিশেষ গবেষণা ও রূপায়ণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। প্রযুক্তিটি ইতিপূর্বে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও নির্মাণ শিল্পে বড় সাফল্য দেখিয়েছে। মহাকাশ গবেষণায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একক-যন্ত্রাংশ রকেট ইঞ্জিন উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। দেশের সামরিক বাহিনী লাদাখের মতো প্রতিকূল অঞ্চলে দ্রুত

পরিকাঠামো নির্মাণ এবং আমেদাবাদে বহুতল আবাসন তৈরিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃত্রিম হাড় ও রোগীর দেহের সঙ্গে মানানসই প্রতিস্থাপন সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে আমদানিনির্ভরতা কমানো সম্ভব হচ্ছে। নির্মাণ ক্ষেত্রেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আধুনিক অন-সাইট মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপাদান ব্যবহার করে আড়াই হাজার বর্গফুটের বাড়ি এক মাসেরও কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় উপাদান ও পরিবহণ খরচ ত্রিশ শতাংশ এবং দূষণ নব্বই শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌশলটিতে নিজস্ব মেধাসম্পদ সৃষ্টি, শাস্ত্রীয় যন্ত্র ও কাঁচামাল তৈরি এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে এর সার্বিক ব্যবহারের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা স্বনির্ভর দেশ গড়ার পথকে আরও গতিশীল করবে।

ভারতীয় আইটি সংস্থায় মার্কিন খাঁড়া



টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস (টিসিএস), ইনফোসিস এবং উইপ্রো-সহ শীর্ষস্থানীয় আটটি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে বিদেশি কর্মীদের গ্রিন কার্ড স্পনসর করার বিশেষ কর্মসূচি থেকে আমেরিকার নির্বাসিত করার সিদ্ধান্তে কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) এক বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপ দু'দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার অনুকূল নয়। একই সঙ্গে এইচ-১বি ভিসা নিয়ে আমেরিকায় কর্মরত বিদেশি কর্মীদের 'চুক্তিবদ্ধ ভূত' (ফরেন ইনডেনচার্ড সার্ভেন্ট) বলে আক্রমণ করায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের মন্তব্যকে 'অত্যন্ত আপত্তিকর' ও 'অবাস্তবিক' বলে তোপ দেগেছে নয়াদিল্লি। আমেরিকায় বিদেশি কর্মীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিয়োগকারী সংস্থাগুলি 'পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম' বা পিইআরএম (পার্ম)-এর মাধ্যমে আবেদন করে থাকে। মার্কিন প্রশাসনের অভিযোগ, এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় আউটসোর্সিং সংস্থাগুলি কম বেতনে বিদেশি কর্মী এনে স্থানীয় মার্কিন নাগরিকদের চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। সেই যুক্তিতে বৃহৎসংখ্যক টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, কগনিজ্যান্ট, এইচসিএল, ক্যাপজেমিনির পাশাপাশি মাইক্রোসফট এবং অ্যাডোবির মতো টেক জায়ান্টকেও পার্ম কার্যক্রম থেকে সাময়িক স্থগিত করার নির্দেশ দেয় মার্কিন শ্রম দফতর। এই সিদ্ধান্তে মার্কিন স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স বিদেশি প্রযুক্তি কর্মীদের 'চুক্তিবদ্ধ ভূত' এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে 'ভিসা মিল' বলে কটাক্ষ করেন। এর জবাবে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক কড়া ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেয়, এ ধরনের ঔপনিবেশিক এবং বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক শব্দচয়ন অত্যন্ত অপমানজনক। ভারতীয় পেশাদাররা উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন অর্থনীতি, উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। মেধার এই আদান-প্রদান উভয় দেশের অর্থনীতির পক্ষেই অত্যন্ত লাভজনক।

ককরোচদের সমর্থনে ফের অনশনের হুঁশিয়ারি ওয়াংচুকের



ককরোচদের বিক্ষোভে ফের কি শামিল হবেন সোনম ওয়াংচুক? শনিবার বিক্ষোভের আগে সিজিপি'র শীর্ষ নেতা-সহ বহু সমর্থককে আটক করা হতেই ফের দীপকেদের পাশে দাঁড়ালেন 'র য়াঞ্চো'। তিনি বলছেন, রবিবারের মধ্যে সমস্ত আটক নেতাদের ছেড়ে দেওয়া না হলে তিনি ফের আন্দোলনে শামিল হতে পারেন। আসলে একদিন আগে থেকে দিল্লিগামী সব ট্রেন বন্ধ, মেট্রো বন্ধ, ইন্টারনেট বন্ধ, জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড, এবং সেই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক আধাসেনা মোতায়েন, এসব উপেক্ষা করেও যেসব বিক্ষোভকারী শনিবার দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁদের সকাল থেকে গণহারে আটক করা শুরু করে দিল্লি পুলিশ। সকালেই আটক করা হয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকে। দিল্লিতে পা রাখার সুযোগও দেওয়া হয়নি ককরোচ জনতা পার্টির শীর্ষ নেতা অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রান্না, সৌরভ দাসকে। বিমান থেকেই তাঁদের আটক করে অজ্ঞাতবাসে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। শুধু ককরোচ নেতৃত্বকে নয়, আটক করা হয় বাম নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের কর্মীদেরও। এমএ বেবি, মীনাঙ্কী

ককরোচদের বিক্ষোভে ফের কি শামিল হবেন সোনম ওয়াংচুক? শনিবার বিক্ষোভের আগে সিজিপি'র শীর্ষ নেতা-সহ বহু সমর্থককে আটক করা হতেই ফের দীপকেদের পাশে দাঁড়ালেন 'র য়াঞ্চো'।

জেওয়ারের নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন নাম 'নরেন্দ্র মোদী বিমানবন্দর'

উত্তরপ্রদেশের বহুল প্রতীক্ষিত জেওয়ারের নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে এই গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরটির নতুন নামকরণ করা হয়; 'নরেন্দ্র মোদী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, নয়ডা-জেওয়ার'। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশের সার্বিক উন্নয়নে এই বিমানবন্দর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক ঐতিহাসিক উপহার, যার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামেই এই আন্তর্জাতিক হাবের নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। যোগী আদিত্যনাথ জানান, দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে এই প্রকল্প। ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্তর স্থাপন



করেছিলেন এবং ২০২৬ সালের ২৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রথম দফার উদ্বোধন করেন; পরবর্তীকালে ১৫ জুন থেকে শুরু হয় বাণিজ্যিক বিমান চলাচল। উত্তরপ্রদেশ সরকার ও জুরিখ এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি মডেল) গড়ে ওঠা এই মেগা

প্রকল্প দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার। প্রথম দফায় ১, ৩৩৪ হেক্টরেরও বেশি জমিতে কাজ শুরু হলেও ভবিষ্যতে এটি ৫,০০০ হেক্টরে সম্প্রসারিত হয়ে দেশের বৃহত্তম বিমান পরিকাঠামোয় রূপান্তরিত হবে। এর পাশাপাশি সরকার প্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর টানা ২৫ বছর পূর্ণ করা উপলক্ষে

(৭ অক্টোবর) একটি বিশেষ অভিনন্দন প্রস্তাব পাস করেছে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভা। ২০১৪ সাল থেকে বারাগঙ্গীর সাংসদ হিসেবে রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সাফল্য তুলে ধরে যোগী জানান, ৬০ হাজার কোটি টাকায় ২,৪৮৩ কিমি জাতীয় সড়ক, দিল্লি-দেৱাদুন ও কানপুর-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে, নমো ভারত র্যাঁ পিড রেল, মেগা টেক্সটাইল পার্ক এবং প্রতিরক্ষা করিডোরের মতো যুগান্তকারী পরিকাঠামো রাজ্যকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে ৩ কোটি কৃষককে পিএম-কিসানের সুবিধা, প্রায় ১৫ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য এবং অযোগ্য ৫০০ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের অন্যতম সেরা নিদর্শন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখোপাধ্যায়, বৃন্দা কারাটদের মতো বাম নেতানীতীদেরও পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বেশিরভাগ নেতা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় সেভাবে বিক্ষোভ জমাট বাঁধেনি। ককরোচ নেতারা আটক হতেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন লাদাখের পরিবেশকর্মী ওয়াংচুক। তিনি সোশাল মিডিয়ায় এক বার্তা বলেন, ততাজ দিল্লিতে বহু ছাত্রনেতা, যুবনেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, এমনকি সাংসদদেরও আটক করা হয়েছে। একদিন আগেই আমি অনুরোধ করেছিলাম, এই আন্দোলনে যেন শান্তি বজায় থাকে। ভেবেছিলাম, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অনুমতি তো নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখছি এ দেশে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের কোনও অবকাশ নেই। অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে দ ওয়াংচুক সোজা কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক হওয়া 'ককরোচ'দের ছাড়া না হলে তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধ্য হবেন। কী সেই প্রতিবাদ? ওয়াংচুক বলছেন, তদ্রূপের আমি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু করতে বাধ্য হব। হতে পারে তা ধর্না, অনশন বা মিছিল। লেহতে হতে পারে, দিল্লিতেও হতে পারে। তবে আমার আশা, সরকার আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করবে।



১০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

পন্থের হারানো ফর্ম ফেরাতে দাদাই কি সেরা দাওয়াই?

আইপিএলে ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে বড় চমক দিলি ক্যাপিটালসের। ডিরেক্টর বা মেন্টরের পরোক্ষ ভূমিকা ছেড়ে এবার সরাসরি দলের প্রধান কোচের হটসিটে বসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গত পাঁচ মরশুমে একবারও প্রথম চারে জায়গা করে নিতে না পারা দিলি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে সৌরভের এই দায়িত্ব গ্রহণ যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চূড়ান্ত অফ-ফর্মে থাকা ঋষভ পন্থের কেরিয়ারের জন্যও এটি সবচেয়ে বড় অনুঘটক হতে পারে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। লখনউ সুপার জায়ান্টসে হতাশাজনক দুটি মরশুম কাটানোর পর পন্থ যখন নিজের চেনা আশ্রয় ফিরে পেতে মরিয়া, তখন ভারতীয় ক্রিকেটকে বহু কঠিন পরিস্থিতি থেকে টেনে তোলা সৌরভের উপস্থিতিতেই তাঁর পুনরুত্থানের সেরা চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে আইপিএলের আউনিয় যে ভয়ডরহীন পন্থকে দেখা গিয়েছিল; সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৩ বলে ১২৮ কিংবা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২৭ বলে ৭৮ রানের অতিমানবিক ইনিংস; সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে সেই বিধ্বংসী মেজাজ কার্যত উধাও। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেকে যেখানে তাঁর টি-টোয়েন্টি গড় ছিল ৪৩, সেখানে গত পাঁচ বছরে তা আশঙ্কাজনকভাবে নেমে



এসেছে; ২০১৮ সালে ১৬.২৯, ২০১৯ সালে ২১, ২০২১ সালে ৩০.৪, ২০২২ সালে ২১.১ এবং ২০২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২৭.৭-এ। লাল বলের ক্রিকেটে কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছালেও কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে তাঁর এই পতন ভাবিয়ে তুলেছে বিশেষজ্ঞদের। সৌরভ অবশ্য বরাবরই পন্থের বড় সমর্থক। বিসিসিআই সভাপতি থাকাকালীন তিনি যেমন পন্থের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজি করিয়ে দেশকে ট্রফি এনে দেওয়ার পথ তৈরি করেছিলেন তিনি।

দিলি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব নিয়ে সৌরভ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ঋষভ মিডল অর্ডারে নিখুঁত বিকল্প। ও আমাদের সঙ্গে ছিল এবং অতীতে দারুণ খেলেছে। আশা করছি আগামী বছর মাঠে নেমে ও নিজের সেরাটা

তুলে ধরবে এবং আরও পরিণত ক্রিকেটার হবে। ফিরোজ শাহ কোটলায় ও ব্যাট করতে ভালোবাসে, তাই আগামী বছরগুলিতে দিল্লির জার্সিতে আমরা পন্থের সেরা রূপ দেখতে পাব বলেই বিশ্বাস। শোনা যাচ্ছে, অক্ষর পটেলের জায়গায় পন্থের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরাতে ফের তাঁর হাতেই নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়া হতে পারে। কে এল রাহুল, মিচেল স্টার্ক, ডেভিড মিলার এবং লুঙ্গি এনগিডির মতো আন্তর্জাতিক তারকাদের এক সুতোয় বেঁধে পারফর্ম করানোই এখন সৌরভের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে প্রথম মরশুমেই ফাইনালে তুলে নিজের কোচিং দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন মহারাজ। ফলে আগামী ডিসেম্বরের নিলামে সৌরভ কীভাবে দলকে সাজান, সেদিকেই তাকিয়ে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

রঞ্জির প্রথম ম্যাচে নামাই অনিশ্চিত অরুণাচলের

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং আদালতের স্থগিতাদেশের জেরে চরম সংকটে অরুণাচল প্রদেশের ক্রিকেট। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফির প্রথম রাউন্ডে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদে দল নামানো নিয়েই তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরে শুরু হওয়া বিনু মার্কড অনুর্ধ্ব-১৯ ট্রফিতেও দল নামাতে পারেনি রাজ্যটি। পরিস্থিতি এমনই যে, গুয়াহাটি হাইকোর্টের ইটানগর বেঞ্চের রায় না আসা পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের কোনও স্তরেই দল পাঠানো সম্ভব নয় বলে প্রতিপক্ষদের ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।

সংস্থা সূত্রে খবর, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সাম্প্রতিক নির্বাচনে নাবাম বিবেক সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ছাঁটি জেলা ক্রিকেট সংস্থা। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মামলার শুনানি শেষ হলেও আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে। ফলে বর্তমানে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় কোনও কার্যকর পরিচালন কমিটি নেই। বিসিসিআই সচিব দেবাজিং সাইকিয়া



জানিয়েছেন, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় বোর্ড সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারছে না। পরিচালন সংস্থা নিষ্ক্রিয় থাকায় মরশুম শুরুর আগে কোনও দল নির্বাচন বা প্রস্তুতি শিবিরও আয়োজন করা যায়নি। আদালতের ছাড়পত্র না মেলা পর্যন্ত বোর্ডের হাত কার্যত বাঁধা। অন্য দিকে, সভাপতি নির্বাচিত হওয়া নাবাম বিবেক জানান, দল নামালে আদালত অবমাননার ঝুঁকি থেকে যায়। ফলে আদালতের অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ বা চূড়ান্ত রায় ছাড়া সিনিয়র থেকে বয়সভিত্তিক; কোনও স্তরেই মাঠে নামা সম্ভব হচ্ছে না। অতীতে

জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান বা বিহারের মতো রাজ্যে অচলাবস্থা তৈরি হলে বিসিসিআই অ্যাডহক কমিটি বা প্রশাসক বসিয়ে দল নামালেও অরুণাচলের ক্ষেত্রে বিচারাধীন বিষয়ের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। প্লেট লিগে থাকা অরুণাচল প্রথম ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'ওয়াক-ওভার' দিলে গোটা মরশুমের জন্যই নির্বাসিত হওয়ার মুখে পড়তে পারে। এর ফলে ক্রিকেট ভবিষ্যৎ ও আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়ছেন রাজ্যের তরুণ ক্রিকেটাররাই।

লক্ষ্য ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

রাঁচীতে পরীক্ষা বোলিং শক্তির গভীরতার, নজর নমন ধীরে

রাঁচীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের সামনে শুধু আরেকটি জয় ছিনিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নয়, বরং তার চেয়েও বড় পরীক্ষা অপেক্ষা করছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখনও বেশ কিছুটা দূরে থাকায় ভারতীয় দলের হাতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে; পর্যাপ্ত সময়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ঠাসা সূচির ধকল সামলাতে এবং চার-পাঁচজন বিশেষজ্ঞ বোলারের বাইরে গিয়ে একটি শক্তিশালী বোলিং বিকল্পের ভাণ্ডার গড়ে তোলার আদর্শ পর্যায় এটি। লখনউয়ে প্রথম ম্যাচে অভিষেক হওয়া নমন ধীর সেই সম্ভাবনার পথই দেখিয়েছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মূলত শেষের ওভারের মারকুটে ব্যাটার হিসেবে পরিচিত হলেও লখনউয়ের পিচে বল হাতে তিনি ৩১ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন। ছয় খণ্ডের পরেও পিছু না হটে যেভাবে তিনি বল বাতাসে ভাসিয়েছেন, তাতে মুগ্ধ উইকেটকিপার ঈশান কিশনও। ধীর অবশ্য জানিয়েছেন, এটি কোনো আকস্মিক বদল নয়;



নেটে তিনি নিয়মিত বোলিং যাচ্ছেন। ওয়াশিংটন সুন্দর ছটিকে যাওয়ায় নিচের সারির ব্যাটার হিসেবে পাঁচ বা ছয় নম্বর বোলিং বিকল্পের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, ধীর তাতে চমৎকার ভারসাম্য এনে দিয়েছেন। অশ্বিনীপ পটেলের নিয়ন্ত্রণ, কুলদীপ যাদবের রিস্ট স্পিন কিংবা মায়াক্ষ যাদবের গতির ওপর ভর করে প্রথম একাদশ হয়তো সাজানো যায়, কিন্তু বিশ্বকাপের ট্রফি জিততে হলে রিজার্ভ বেঞ্চের গভীরতা বাড়ানো বাধ্যতামূলক। জসপ্রীত বুর্মার

কাজের চাপ নিয়ন্ত্রণ, মহম্মদ সিরাজকে টেস্টের জন্য সযত্নে রাখা কিংবা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে লাল বলের ভাবনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন বিকল্প পদক্ষেপ। ধীরের পাশাপাশি প্রিন্স যাদব বা নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো অলরাউন্ডারদের রাঁচীর ২২ গজে আরও বেশি করে বাজিয়ে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ভারত। ফলে এই সিরিজ শুধুমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর মঞ্চ নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অস্ত্রাগার গড়ে তোলার এক দীর্ঘমেয়াদি মহড়া।

সেনা অ্যাথলিটদের ঐতিহাসিক সাফল্য, একাই ঘরে আনলেন ২০টি পদক

আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্স তুলে ধরলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্রীড়াবিদরা। মহাদেশীয় এই মেগা আসর থেকে নিজেদের ইতিহাসে সর্বাধিক ২০টি পদক জিতে দেশে ফিরলেন তাঁরা। মোট ৫০১ জনের ভারতীয় দলের মধ্যে সেনার ৬২ জন অ্যাথলিট ১৫টি বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন; যার মধ্যে বুলিতে এসেছে ছটি সোনা, আটটি রূপো এবং ছটি ব্রোঞ্জ। দেশের মোট প্রাপ্ত ৮৫টি পদকের (২১টি সোনা, ২৭টি রূপো, ৩৭টি ব্রোঞ্জ) মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা ২৩.৫২ শতাংশ পদক এসেছে সেনার অ্যাথলিটদের হাত ধরেই। এমনকি ভারতের মোট সোনার পদকের নিরিখে সেনার অবদান ২৯ শতাংশ। ২০২৩ সালের হাংকৌ এশিয়ান গেমসের তুলনায় এবার সেনার ঘরে সোনার পদকের সংখ্যা বেড়েছে এক ধাক্কা ১০০ শতাংশ। সেনা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন ট্র্যাপ শুটার নায়ের সুবেদার নীর ধান্দা। মহিলাদের ট্র্যাপে ১১৮/১২৫ স্কোর করে এশিয়ান



গেমসের নতুন রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত ও দলগত মিলিয়ে দুটি সোনা এবং একটি রূপো জিতেছেন। দূরপাল্লার দৌড়বিদ নায়ের সুবেদার গুলবীর সিংহ দুটি রূপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে অনন্য ইতিহাস গড়েছেন; তিনিই প্রথম ভারতীয় পুরুষ ট্র্যাক-অ্যান্ড-ফিল্ড অ্যাথলিট যিনি গেমসের একটি সংস্করণেই তিনটি ব্যক্তিগত পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এ ছাড়া বক্সিংয়ে সেনা পেয়েছে একটি সোনা-সহ তিনটি পদক এবং রোয়িংয়ের পুরুষদের ডাবল স্কালসে দেশকে প্রথম ঐতিহাসিক পদক এনে দিয়েছেন নায়ের সুবেদার সলমন খান। রেকর্ডের খতিয়ানেও সেনার

দাপট ছিল স্পষ্ট। পুরুষদের ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন হাবিলদার সাওয়ান বারওয়াল এবং রিকার্ড তিরন্দাজিতে ৭২০-র মধ্যে ৬৯৮ স্কোর করে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন সুবেদার ধীরাজ বোম্মাদেভারা। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম বিভাগে গড়েছেন হাবিলদার কমলজিৎ। পাশাপাশি মহিলা অ্যাথলিটদের ভূমিকাও ছিল নজরকাড়া; সেনার হয়ে অংশ নেওয়া ৯ জন মহিলা ক্রীড়াবিদ দুটি সোনা ও একটি রূপো এনে দিয়েছেন, যা সেনার সামগ্রিক পদকের ১৫ শতাংশ এবং সেনার নিরিখে ৩৩ শতাংশ।